৫৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

এইচএসসিতে ভর্তি সঙ্কট

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার তো সর্বনাশ হতে বাকি নেই। শৃঙ্খলার অভাব, ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, শিক্ষকদের গাফিলতি, ফাঁকিবাজি, দলাদলি, দুর্নীতি, সেশনজট এবং ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাস, ক্যাডার নামে অভিহিত মস্তানদের সীমাহীন দৌরাত্ম্য আর ঔদ্ধত্য ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট রাখছে না কোথাও। বলাবলি অনেক হয়েছে। লেখালেখিও হয়েছে এত অজস্র যে, সেগুলো একত্র করলে একটা নয় দশ-বিশটা মহাকাব্যের সমান হয়ে যাবে। কিন্তু পরিবর্তনের আশা এখনও মরীচিকা।

প্রবাদে বলে, মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে। পরে তা সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর্যুক্ত পচন প্রক্রিয়াও শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও সংক্রমিত হয়েছে। দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থা, শিক্ষকদের দলাদলি ও রাজনীতি, গাফিলতি, ছাত্রদের রাজনীতি ও ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতা উচ্চ মাধ্যমিক-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে পর্যন্ত গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্র ভর্তি নিয়ে এ মুহূর্তে কী কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে সে বিষয়ে গত ৭ আগস্ট দৈনিক জনকণ্ঠে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি শিক্ষানুরাগী যে কোন নাগরিককে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত না করে পারে না। উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চলছে তারই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে উক্ত প্রতিবেদনে। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো পর্যায়ক্রমে এইচএসসি ক্লাসে ভর্তি বন্ধ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে শুটিকয় মাধ্যমিক স্কুল– যাদের উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাস খোলার ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং প্রস্তুতি নেই– তারা হুট হাট এইচএসসি ক্লাস খুলতে ও হুট হাট করে ছাত্র ভর্তি করতে শুরু করেছে। এতে গোটা দেশের উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ চরম বিভ্রান্তি ও সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে এইচএসসিতে ছাত্রভর্তি বন্ধ হতে থাকায় নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়ে প্রস্তুতিবিহীন, সামর্থ্যবিহীন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণহীন মাধ্যমিক স্কুলের নতুন খোলা উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে ভর্তি হবে। এর ফলে শিক্ষার নিম্নমুখী মান দ্রুত আরও নিম্নগামী হবে।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এইচএসসিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এধরনের সমস্যা সৃষ্টি হলো বা হতে পারল কেন। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে 'আপগ্রেড' করার কাজটি শুরু হয় ১৯৯৪ সাল থেকে। কিন্তু 'আপগ্রেড'' করার মানে তো কেবল দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস খুলে বসা নয়। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস খোলার আগে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক স্কুলে উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে কিনা, উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাস পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, অধ্যক্ষ আছেন কিনা, গ্রন্থাগার-ল্যাবরেটরি আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা উচিত। কাজটি করা হয় একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারলে আমরা সুখী হতাম। কিন্তু বলা যাচ্ছে না।

এটা ঠিক যে দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরেই সম্পন্ন হয়। তাই বলে ঢাল তলোয়ারহীনভাবে সেই ব্যবস্থার অনুকরণ করতে গেলে সমস্যা সৃষ্টি হতে বাধ্য। বর্তমান সমস্যাটি তারই অংশ। বর্তমানে যেভাবে মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে উচ্চমাধ্যমিক ক্লাস খুলতে ও ছাত্র ভর্তি করতে দেয়া হচ্ছে তাতে সমস্যাটি জটিলতর হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে পর্যায়ক্রমে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র ভর্তি বন্ধ হতে থাকায় এবং মাধ্যমিক স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রভর্তি চলতে থাকায় এগুলোতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর বিরাট ভিড় জমছে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ স্কুলগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে তাদেরই এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীরা। যেসব স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাস খোলা হয়নি সেখান থেকে এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগ না পাবার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এরা যাবে কোথায়? এদের গতি কি হবে? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবিলম্বে বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।